কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 02 DEC. 2015 ...
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৪

বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে গুজব রটিয়ে আন্দোলন!

এস এম আজাদ ও
শরীফুল আলম সুমন ▷

রাজধানীর উত্তরায় ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) শিক্ষার্থীদের হিজাবসহ ধর্মীয় পোশাক পরার ওপর 'নিষেধাজ্ঞা' দিয়েছে বলে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে। আর এই অপপ্রচারকে হাতিয়ার করে ধারাবাহিক আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে কিছু শিক্ষার্থী ও স্থানীয় লোক। গত সোমবারও বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করে হামলা-ভাঙচুর চালায় তারা। এতে আহত হন বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্ধশতাধিক শিক্ষক, কর্মচারী ও শিক্ষার্থী। চরম আতঙ্ক দেখা দিয়েছে সাধারণ শিক্ষার্থী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে। এমন পরিস্থিতিতে স্থবিরতা নেমে এসেছে প্রকৌশল ও কৃষিসহ কয়েকটি বিষয়ে সুনাম অর্জন করা এই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমে। তবে ঘটনার সূত্র ধরে অনুসন্ধান করে জানা গেছে, যে অভিযোগ তুলে আন্দোলন করে আইইউবিএটি অচল

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

বিশ্ববিদ্যালয় দখল করতে গুজব রটিয়ে আন্দোলন!

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

করে দেওয়া হচ্ছে, সেই অভিযোগেরই কোনো ভিত্তি নেই। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের নির্ধারিত ড্রেস কোড মেনে চলার জন্য নির্দেশ দিয়েছে। ওই ড্রেস কোডে হিজাবসহ অন্য ধর্মীয় পোশাক পরারও অনুমোদন আছে। এমন ড্রেস কোড অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই মেনে চলছে।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বলছে, ধর্মীয় পোশাক পরায় নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হচ্ছে—এমন গুজব ছড়িয়ে মুসল্লিদের খেপিয়ে তুলেছে একটি চক্র। আইইউবিএটির প্রায় সাড়ে পাঁচ একর জমি দখলের জন্যই চলছে এই 'ষড়যন্ত্র'। কিছু ব্যক্তি হুমকি দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করলেও পুলিশ আগে থেকে কোনো কার্যকর ভূমিকা নেয়নি। সোমবারের ঘটনায় গতকাল মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উত্তরা পশ্চিম থানায় অভিযোগ দিলেও তা নেয়নি পুলিশ। এর আগের ঘটনায়ও একটি জিডি করে কর্তৃপক্ষ।

প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তায় ঘটনা ক্রমেই বড় সহিংসতায় রূপ নিচ্ছে বলে দাবি করছেন সংশ্লিষ্টরা। এই রহস্যজনক আন্দোলনে কয়েকজন আলেমের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাত শিক্ষার্থী। এসব ছাত্র উগ্রবাদী কোনো গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে সন্দেহ করছে কর্তৃপক্ষ। তাদের দাবি, ওই সাতজনই ভুয়া ঠিকানা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়। কর্তৃপক্ষ তাদের পর্যবেক্ষণে রেখেছে। তবে আন্দোলনকারীরা দাবি করছে, আইইউবিএটিতে ইসলামী পোশাক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এর প্রতিবাদে মুসল্লি ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করছে।

এদিকে পুলিশ কর্মকর্তারা বলছেন, শিক্ষার্থী ও মুসল্লিদের আন্দোলন ধৈর্য নিয়ে নিবৃত্ত করা হয়েছে। এ ঘটনার পেছনে অন্য কিছু আছে কি না তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) উত্তরা বিভাগের উপকমিশনার (ডিসি) বিধান ত্রিপুরা কালের কণ্ঠকে বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের ওই জায়গা নিয়েই মূলত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত। এর সঙ্গে ড্রেস কোড চালু করায় নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত দেওয়ার একটি ইস্যু তোলা হয়েছে। এ ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ হলেও আমাদের তেমন কিছু করার নেই। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে ঘটনাটি জানিয়েছি। আইইউবিএটি ও আন্দোলনকারীদেরই এই সমস্যা সমাধান করতে হবে।'

জানা গেছে, গত সোমবার দুপুর ২টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মুসল্লিরা বিশ্ববিদ্যালয়টি অবরুদ্ধ করে রাখে। তাদের হামলা ও ভাঙচুরে বিবিএ বিভাগের শিক্ষক শায়খ ইমরান আকন্দ শুভসহ পাঁচজন শিক্ষক ও প্রায় অর্ধশত শিক্ষার্থী আহত হয়। এতে আটকা পড়ে পাঁচ শতাধিক ছাত্রছাত্রী। এ ঘটনায় গতকাল উত্তরা পশ্চিম থানায় মামলা করার জন্য অভিযোগ দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সিকিউরিটি ইনচার্জ ইসমাইল হোসেন। তবে গত রাত পর্যন্ত পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি।

ওই অভিযোগে ইসমাইল হোসেন বলেন, প্রায় দুই মাস ধরে একটি মহল বিভিন্ন গোষ্ঠীর মদদে আইইউবিএটি ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা নষ্ট করার চেষ্টা করছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত সোমবার ১৮ জনের নেতৃত্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালানো হয়। অভিযুক্তরা হলেন তুরাগের রানাভোলা মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ, আলহেরা স্কুলের শিক্ষক লিটন মাস্টার, আজগর আলী, ১১ নম্বর সেক্টরের দারুল ইমান মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা হামিদুর রহমান, মুফতি মাওলানা সালমান ফরীদী, তুরাগ সোবহানিয়া মাদ্রাসার শিক্ষক মুফতি মহিউদ্দিন, টঙ্গী দারুল উলুম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাসউদুল করীম, দক্ষিণখানের গাওয়াইর ইসলামিয়া মাদ্রাসার মুফতি ও সিনিয়র মুহাদ্দিস জহির ইবনে মুসলীম, বিমানবন্দর দারুসসালাম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মাওলানা আনিসুর রহমান, দক্ষিণখান আশ্রাফিয়া মাদ্রাসার অধ্যক্ষ মুফতি শহীদুল্লাহ, মাওলানা আব্দুল আলীম নেজামী, আইইউবিএটির সাবেক শিক্ষার্থী রানা পারভেজ, শাহাদৎ হোসেন, মাজহারুল ইসলাম, আবুল বাশার, ইয়াকুব হোসেন, ইমরান হোসেন ও সৈয়দ হাবিবুল্লাহ।

উত্তরা পশ্চিম থানার ওসি আলী হোসেনের সঙ্গে কয়েকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।

আইইউবিএটির প্রতিষ্ঠাতা ও উপাচার্য অধ্যাপক ড. এম আলিমউল্যা মিয়ান বলেন, উত্তরায় নিজস্ব ৫ দশমিক ৫ একর জমির ওপর ক্যাম্পাসে সফলতার সঙ্গে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন তাঁরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার শিক্ষার্থী এবং ৩০০ জনেরও বেশি পূর্ণকালীন দেশি ও বিদেশি শিক্ষক-কর্মকর্তা আছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত করতে একটি মহল কাজ করে যাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় গত সোমবার পুলিশের উপস্থিতিতেই হামলা, মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ভিসি আরো বলেন, 'গত ২৫ অক্টোবর থেকে একটি মৌলবাদী মহল বিশ্ববিদ্যালয়ের গত ২৫ বছর ধরে চলে আসা ড্রেস কোডকে ছুতা করে তাদের হীন উদ্দেশ্য হাসিলের চেষ্টা চালায় এবং এদের সাতজন বাংলাদেশ ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে রিট করে। রিট মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে। এদেরই একটি দল আদালতকে অগ্রাহ্য করে পাশের মাদ্রাসা ও এতিমখানার ছাত্রদের নিয়ে পেশিশক্তির মাধ্যমে এই বর্বরোচিত হামলা চালায়। এ সম্পর্কে নিয়মিতভাবে পুলিশ কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার উত্তরা, র‍্যাব, স্পেশাল ব্রাঞ্চ, সিআইডি, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানকে পত্র, ই-মেইল ও টেলিফোনের মাধ্যমে অবগত করা হয়েছে। তারা সঠিক পদক্ষেপ নিলে হয়তো এত শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আহত হতে হতো না। ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটত না। পুলিশের সামনেই বহিরাগতরা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ও যানবাহনের ওপর যেভাবে তাণ্ডব চালিয়েছে তা দেখে সবাই হতবাক।'

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, গত ২৫ অক্টোবর আইইউবিএটি কর্তৃপক্ষের ড্রেস কোড নিয়ে আন্দোলন শুরু হয়। তবে এই ড্রেস কোড বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই চালু আছে। স্থানীয় কিছু ব্যক্তি বিদেশি মেহমানদের থাকার জন্য জায়গা চায়। তবে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ ধরনের ব্যবস্থা করা যাবে না বলে জানিয়ে দেয় কর্তৃপক্ষ। এ কারণে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে কয়েক ব্যক্তি। তারা আইইউবিএটির বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারাই মূলত পোশাকের ইস্যু তোলে। প্রথমে এই অভিযোগ তোলে সাবেক শিক্ষার্থী রানা পারভেজ, শাহাদৎ হোসেন, মাজহারুল ইসলাম, আবুল বাশার, ইয়াকুব হোসেন, ইমরান হোসেন ও সৈয়দ হাবিবুল্লাহ। তাদের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খোঁজখবর নেয়। তখন জানা যায়, এই শিক্ষার্থীরা ভুয়া ঠিকানা দিয়ে ভর্তি হয়। তারা উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওই সাতজনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এদিকে আইইউবিএটির ড্রেস কোডে দেখা গেছে, ছাত্রীদের পোশাকের মধ্যে কোথাও হিজাব পরা যাবে না, এমনটি উল্লেখ নেই। নমুনা পোশাকের ছবিতে হিজাব পরা ছাত্রীর ছবিও দেওয়া আছে।

তবে দক্ষিণখানের জামিয়া ইসলামিয়া গাওয়াইর মাদ্রাসার খতিব মুফতি জহির ইবনে মুসলিম কালের কণ্ঠকে বলেন, 'সরকারি নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ড্রেস কোড নেই। ড্রেস কোড থাকলে একটি পোশাক থাকবে। এখানে জিন্স প্যান্ট, টি-শার্ট রাখবে; পায়জামা-পাঞ্জাবি রাখবে না—এটা ড্রেস কোড হতে পারে না। আসলে ধর্মীয় পোশাক নিষিদ্ধ করতেই এই ড্রেস কোড করা হয়েছে। আমরা ২০১২ সালে জেনেছি, জোর করে এক শিক্ষার্থীর দাড়ি কেটে দেওয়া হয়েছে। এর পর থেকেই এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছি। আমরা ভিসিকে বসতে বলেছি। তিনি আমাদের সঙ্গে বসেননি।'

গত সোমবারের ঘটনার ব্যাপারে তিনি বলেন, 'যে ঘটনা ঘটেছে তা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরই সৃষ্টি। তারা আগে থেকেই লাঠি নিয়ে প্রস্তুত ছিল। উৎসুক জনতা এর সঙ্গে যোগ দিয়েছে। আমাদের অনেক ছেলে এখনো তাদের হামলায় হাসপাতালে আছে।'

মুফতি জহির ইবনে মুসলিম জানান, তাঁদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছে ইসলামী আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, জমিয়াতুল উলামায়ে ইসলামসহ কয়েকটি সংগঠন।